তারিখ 28 APR 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

বৈধতা নেই তবু বাংলাদেশে নাম ভাঙিয়ে পরিচালিত হচ্ছে বেশির ভাগ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বাংলাদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে তার কোনটিই সরকারিভাবে বৈধ নয়। অন্যদিকে এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ আবার সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভাঙাচ্ছে। অর্থাৎ তারা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষাদান করছে, সেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। এখানেই শেষ নয়, অনেকে আবার অস্তিত্বহীন, ভুয়া এবং অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেও কার্যক্রম চালাচ্ছে। ঠকাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে এ ধরনের চিত্র বেরিয়ে এসেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মন্ত্রণালয় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। এ ছাড়া দুটি পৃথক তালিকাও প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি তালিকায় যুক্তরাজ্যের বৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছয়টি বাংলাদেশী শাখা ক্যাম্পাস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম স্থান পেয়েছে। আর দ্বিতীয় তালিকায় ১২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দ্বিতীয় তালিকার ব্যাপারে সরকার সম্প্রতি একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

আদালতের নির্দেশে দুটি তালিকা হয়েছে

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, উক্ত আদালতের নির্দেশে মন্ত্রণালয় এ তালিকা প্রণয়ন করেছে। প্রথম তালিকায় যে ছয়টি প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে, তারা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদিত। তবে কোনটিই বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত নয়। ওই সূত্র জানায়, যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত নয়, সেগুলো থেকে ডিগ্রি গ্রহণ আপাতত গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ সনদের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১০ অনুযায়ী এবং প্রস্তাবিত 'বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা' পাস হওয়ার পর তা মেনে অনুমোদন পেলে অবশ্য বৈধতা মিলবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণবিজ্ঞপ্তিতে যুক্তরাজ্যে অনুমোদিত (ঢাকায় পরিচালিত) যে ছয়টি ক্যাম্পাস পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে— ধানমণ্ডির ভুঁইয়া একাডেমি, গুলশানের ব্রিটিশ স্কুল অব ল', ইস্কাটনের ঢাকা সেন্টার ফর ল' এন্ড ইকনোমিক্স, গুলশানের লন্ডন কলেজ অব লিগ্যাল স্টাডিজ, কলাবাগানের লন্ডন কলেজ অব লিগ্যাল স্টাডিজ (সাউথ) এবং ধানমণ্ডির নিউ ক্যাসেল ল' একাডেমি। সূত্র জানায়, ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাইকমিশনের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই তালিকা প্রণয়ন করেছে। এদের সব প্রোগ্রামকে মন্ত্রণালয় বৈধ বলেনি। কেবল আইনের স্নাতক ও ডিপ্লোমা প্রোগ্রামকে প্রত্যায়িত করেছে। পাশাপাশি এটাও বলেছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অনুমোদিত নয়।

দ্বিতীয় তালিকায় ১২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই তালিকাটি সম্প্রতি গণবিজ্ঞপ্তি আকারে সরকার জারি করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে— ক্যামব্রিয়ান ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (গুলশান-২), সারদানা কলেজ অব মালয়েশিয়া (গুলশান-১), লন্ডন স্কুল অব কমার্স (বনানী), ভুঁইয়া একাডেমি

বিদেশী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিদেশী : বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

(ধানমণ্ডি), ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ (ধানমণ্ডি), নর্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি (লালমাটিয়া), লন্ডন কলেজ অব লিগ্যাল স্টাডিজ (কলাবাগান), ভুঁইয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ধানমণ্ডি), সাকস (ধানমণ্ডি), চ্যান্সারি একাডেমি (ধানমণ্ডি), দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (উত্তরা), নিউ ক্যাসল ল' একাডেমি (ধানমণ্ডি)। এগুলোর মধ্যে প্রথম তালিকায় মাত্র তিনটি রয়েছে। অর্থাৎ ওইগুলো স্ব স্ব দেশে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদন নিয়ে এসেছে। তবে এগুলোর একটিকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে মন্ত্রণালয়ের কমিটি 'ভালো কোচিং সেন্টার' মনে করে। বাকি নয়টির মধ্যে ছয়টিই ভুয়া। আর ভালো বলে চিহ্নিত করা হলেও সারদানা কলেজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে বড় অভিযোগ হল, শিক্ষার্থীদের বার বার ফেল করিয়ে পয়সা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। পাস করানো হয় না। ফলে বছরের পর বছর ধরে সেখানে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। তাদের ওপর কোর্স চাপিয়ে দেয়া হয়। আর মন্ত্রণালয়ের কমিটিকে তারা শিক্ষার্থী ভর্তি না করানোর কথা বললেও তা সত্যি নয় বলে কয়েকজন শিক্ষার্থী জানিয়েছে। ক্যামব্রিয়ানকেও ভালো এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখার কথা বলেছে কমিটি।

প্রসঙ্গত, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের তালিকা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা বঙ্গভবন থেকেও চাওয়া হয়েছিল ২০১০ সালের মে মাসে। কিন্তু তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়নি।

দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭টি : মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, বর্তমানে ৬৭টি প্রতিষ্ঠান দেশে রয়েছে, যারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রদানের কাজ করছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে বিদেশী ডিগ্রির ফাঁদ পেতে একশ্রেণীর শিক্ষাবেনিয়া জনগণের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মুদি দোকানের মতো যত্রতত্র গড়ে উঠছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বিভিন্ন শাখা। ব্রিটিশ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এমনকি এশিয়ার মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ওই ব্যবসা এখন জমজমাট। ভর্তি সংকটকে পুঁজি করে ও 'ক্রেডিট ট্রান্সফার' বা 'দেশে বসে বিদেশী ডিগ্রি'— ইত্যাদি নানা রকম লোভনীয় কথার মায়াজালে ফেলে তারা শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে থাকে। ধনাঢ্য ও একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তানরা ওইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী। আর যারা এই ব্যবসায় ফাঁদ পেতে বসেছে, তারাও প্রভাবশালী বা প্রভাবশালীদের মদদপুষ্ট ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ে রয়েছে।

প্রতারণার শিকার হয়ে ধানমণ্ডিতে অবস্থিত 'চ্যান্সারি ল' একাডেমি' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গত বছরের আগস্টে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেন রেহানা আক্তী নামে এক শিক্ষার্থী। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ আগস্ট সর্বোচ্চ আদালত থেকে দেশে পরিচালিত বৈধ আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়। এরপর ওই তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মহিবুর রহমানকে প্রধান করে মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন শেষে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তারা কোন তালিকা প্রণয়ন না করে এর জন্য একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে। এই কমিটির মতে, চ্যান্সারি ল' একাডেমি বা চ্যান্সারি একাডেমি অব ইংলিশ ল' নিজেদের উইলিয়ামসবার্গ ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বললেও ইংল্যান্ডে এ নামে কোন প্রতিষ্ঠান নেই বলে মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে ব্রিটিশ হাইকমিশন। তালিকায় উল্লিখিত ছয় প্রতিষ্ঠানই লন্ডন ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত।

ষড়যন্ত্র ও বিধিমালা প্রসঙ্গ : বাংলাদেশে পরিচালিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা দাবি করেছেন, দেশীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চায় না দেশে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা ক্যাম্পাস স্থাপিত হোক। তাদের অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত এবং নিজেদের ব্যবসার পথ খোলা রাখতেই একশ্রেণীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা বিধিমালা প্রণয়নে পদে পদে বাধা দিচ্ছেন। আর এতে মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা অতি দ্রুত এ ব্যাপারে বিধিমালা প্রণয়নের দাবি করেছেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একজন উদ্যোক্তা ক্যামব্রিয়ান ফর ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশার যুগান্তরকে বলেন, বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা এবং প্রতিযোগিতা এখন বিশ্বমানের। তাই এর থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত রাখার চেষ্টা বোকামি। তিনি বলেন, বিধিমালা করে উদ্যোক্তাদের আইনের অধীনে নিলে তা সবার জন্যই ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিনেও সরকার একটি বিধিমালা প্রণয়ন করেনি।

স্থায়ী কমিটি গঠন : এদিকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সরকার নয় সদস্যের একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। ওই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মহিবুর রহমান। সদস্যরা হলেন— অধ্যাপক আবদুল মান্নান আকন্দ, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সহিদ আক্তার হোসাইন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী মোল্লা, অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং ইউজিসির সচিব। এ কমিটিকে প্রতি তিন মাস পর পর ঢাকা শহরে অবস্থিত বিদেশী ডিগ্রি প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে সরকারকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।